গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ২ সংখ্যা ১০ - ১৬ আগস্ট, ২০১২ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে কলকাতায় বিশাল সমাবেশ

৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩৬তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আহূত কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভেনিউয়ে বিশাল জনসমাবেশের একাংশ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু।

এত 'গ্রোথ' সত্ত্বেও ভারতে গরিবি ও বৈষম্য বাড়ছে কেন?

কেন্দ্রের বিজেপি থেকে কংগ্রেস সব সরকারের আমলেই মন্ত্রীরা এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ১৯৯০ সাল থেকে 'উন্নয়নের' কথা বলে ভারতে যে আর্থিক সংস্কার নীতি নেওয়া হয়েছে তা দেশের মানুষের দারিদ্র কমিয়েছে। এ জন্য দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কম দেখাতে প্রায় বছর বছর মাপকাঠি বদল করা হয়েছে। দারিদ্রসীমা ঠিক করতে দৈনিক যে পরিমাণ খরচকে মাপকাঠি বলে ধরা হয়, তার অঙ্ক ক্রমাগত কমানো হয়েছে। সর্বশেষ ভারতের যোজনা কমিশন স্থির করে দেয় যে, গ্রামে মাথাপিছু দৈনিক খরচ ২২ টাকা ৪২ পয়সার বেশি হলেই, অর্থাৎ কেউ যদি গ্রামে দৈনিক ২২ টাকা ৫০ পয়সা খরচ করতে পারে তবে সে আর দরিদ্র নয়। শহরের জন্য এই সীমা হচ্ছে ২৮ টাকা ৬৫ পয়সা। অর্থাৎ শহরে কেউ দৈনিক ২৯ টাকা খরচ করতে পারলে সে আর দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে না। এই মাপকাঠিতেই সরকার দেখিয়েছে, তাদের তথাকথিত নয়া আর্থিক নীতির সুবাদে গ্রামে দৈনিক ২২ টাকা এবং শহরে দৈনিক ২৮ টাকা খরচ করতে পারার মতো আর্থিক ক্ষমতার মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ দরিদ্র কমছে। বাজারে চাল-ডাল-তেল-নুনের যা দাম, সামান্য রোগে চিকিৎসার যা খরচ, যাতায়াত করতে পরিবহনে মানুষকে যা ব্যয় করতে হয়, সন্তানদের লেখাপড়া শেখাবার খরচও যে হারে বেড়েছে, তাতে গ্রামে ২২ টাকা, আর শহরে ২৮ টাকা দৈনিক খরচ করতে পারার মতো মানুষকে আর দরিদ্র না বলাটা কত বড় ধৃষ্টতা তা সামান্য বোধসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই বোঝেন। অথচ এমন নির্ভেজাল মিথ্যাচার দিনের পর দিন সরকারগুলো করে যাচ্ছে।

এই মিথ্যাচারেরই মুখোশ সদ্য খুলে গেছে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার ৬৮তম সমীক্ষার রিপোর্টে। এটা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকারেরই পরিসংখ্যান এবং প্রকল্প রূপায়ন দপ্তর। দারিদ্র ও আয়ের বৈষম্য নিয়ে যে অন্তর্বর্তী রিপোর্ট বেরিয়েছে তাকে এ দেশের পূর্বাপর সরকারগুলির মুখে চপেটাঘাত বলাই শ্রেয়। এই সমীক্ষা দেখিয়েছে, ভারতের গ্রামগুলির পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ দিনে ৩৫ টাকারও কম খরচ করতে পারে। আর, দশ শতাংশ মানুষের দৈনিক খরচ করার ক্ষমতা ১৬.৭৮ টাকার বেশি নয়। শহরের অবস্থাও তথৈবচ। শহরের সবচেয়ে দরিদ্র দশ শতাংশ মানুষ গড়ে দৈনিক খরচ করতে পারে ২৩.৪০ টাকা। শহরবাসীর ৫০ শতাংশকেই দিন কাটাতে হয় ৫৮ টাকা ৬৩ পয়সা খরচ করে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গ্রামের দরিদ্রতম দশ শতাংশ মানুষের গড়ে মাথাপিছু মাসিক খরচ ৫০৩.৪৯ টাকা। অর্থাৎ দিনে ১৭ টাকারও কম। ৫০ শতাংশ মানুষের মাথাপিছু মাসিক খরচ ১০৩০ টাকার কম। অর্থাৎ দিনে ৩৪ টাকারও কম। সমীক্ষার তথ্যে বৈষম্যের যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে সেটাও লক্ষণীয়। গ্রামে সবচেয়ে ধনী দশ শতাংশ গড়ে প্রতি মাসে মাথাপিছু ৩৪৫৯.৭৭ টাকা খরচ করতে পারে। নিচুতলার দশ শতাংশের তুলনায় যা প্রায় সাত গুণ বেশি। আর শহরে ওপর তলার দশ শতাংশ প্রতি মাসে মাথা পিছু ৭৬৫১.৬৮ টাকা খরচ করে। এটা শহরের নিচুতলার দশ শতাংশের তুলনায় এগারো গুণ বেশি।

সমীক্ষার এই তথ্য ভারতের 'গ্রোথ মডেল' বা আর্থিক উন্নয়নের যে নীতি নিয়ে সরকার চলছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দেবে, এ কথা বুঝেই একচেটিয়া পুঁজিপুতিদের তল্পিবাহক সংবাদপত্র সম্পাদকীয় লিখে ক্রোধ বর্ষণ করেছে। যারা এতকাল ধরে বলে আসছে যে, ভারতের তথা বর্তমান বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশের 'গ্রোথ স্টোরিতে' গরিবি দূর করার গপ্পো আছে, সত্য নেই, তাদের বিরুদ্ধে কামান দেগে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র সম্পাদকীয় বলেছে, দেশে দারিদ্র ও বৈষম্য বৃদ্ধির পরিসংখ্যান দেখিয়ে যারা গ্রোথের বিরুদ্ধতা করবে তারা দেশের শত্রু। কিন্তু পণ্ডিত সম্পাদক মশাই যে মূল প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টাই করেননি, সেটা হল, ভারতে বছর বছর জিডিপি-র এত বৃদ্ধি সত্ত্বেও কেন তার ফল গরিব সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে পৌঁছাল না। এর জবাব না দিয়ে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সম্পাদকীয় বলেছে, গ্রোথ হলে দারিদ্র ও বৈষম্য বাড়বেই— শুধু ভারতে নয়, চীনেও গরিবি ও বৈষম্য ভারতের থেকে বেশি বাড়ছে। বাঃ, কী পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব! একই গ্রোথ মডেল অনুসরণ করে চীনেও যখন দারিদ্র বৈষম্য বেশি বাড়ছে, তখন ভারতেও বাড়লে আপত্তি করা যাবে না! বিশ্বের গরিব ও মেহনতি মানুষের কাছে চীন আজ আর কোনও উন্নয়নের মডেল নয়। কারণ চীন এখন আর একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়, তা একটি পুরোপুরি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত হয়েছে।

কেন জিডিপি বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের নব্বই শতাংশ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটল না, এটা একটা গুরুতর প্রশ্ন, যার জবাব পাওয়া জরুরি। ১৯৯০ সালে ভারত সরকার যখন নয়া উদারবাদী মডেল আর্থিক সংস্কারের নামে গ্রহণ করল, তখন মন্ত্রীদের ও মিডিয়ার সম্মিলিত প্রচারে জনগণকে বোঝানো হয়েছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেল ভারতে অনুসরণ করা হয়েছে সেটাই দেশে দারিদ্র বেকারির জন্য দায়ী। পরিবর্তে যে নয়া উদারবাদী মডেল বা রাষ্ট্রীয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

ম্যাঙ্গালোরে ছাত্রছাত্রীদের উপর আক্রমণের নিন্দা করল এস ইউ সি আই (সি), কর্ণাটক রাজ্য কমিটি

৩০ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

ম্যাঙ্গালোরে এক জন্মদিনের পার্টিতে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উপর 'হিন্দু জাগরণ বেদিক' নামে কথিত সংগঠনের দুষ্কৃতীদের কাপুরুষোচিত আক্রমণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। 'সংস্কৃতি রক্ষা'র নাম করে আক্রমণকারীরা যেভাবে ছাত্রীদের উপর হামলা চালিয়েছে, প্রকাশ্যে যেভাবে তাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে, তা দেখিয়ে দিয়েছে যে, এইসব স্বঘোষিত 'সংস্কৃতি রক্ষাকারী'রা নিজেরাই বিকৃত রুচির শিকার এবং ন্যূনতম মানবিকতাবোধও তাদের নেই। সরকারি ক্ষমতায় আসীন বিজেপির আমলে রাজ্যে, বিশেষত উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের ঘটনা, সংখ্যালঘুদের উপর, এমনকী তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অ-সংখ্যালঘু মানুষের উপরে আক্রমণের ঘটনাও ক্রমাগত বাড়ছে। আশার কথা, আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা সাহসের সঙ্গে এই ঘটনার প্রতিবাদ করছেন, রাজ্য জুড়ে, বিশেষ করে ম্যাঙ্গালোরে এই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠছে এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। যাঁরা এই ঘটনার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাথে সাথে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মূল্যবোধের প্রকৃত মর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে আমরা এ ঘটনার প্রতিবাদে সামিল হচ্ছি এবং দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি, যাতে রাজ্যে আর কোথাও এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

রাজস্থানের পিলানীতে আলোচনা সভা

'শিক্ষার উপর ক্রমবর্ধমান হামলা এবং সর্বস্তরে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ কেন' — শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০ জুলাই রাজস্থানের পিলানীতে। উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা করেন এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী। শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ যে ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার হরণ করবে তা বিশ্লেষণ করে তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

জয়নগর-২ ব্লক ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরে বিক্ষোভ

দীর্ঘ ৩৪ বছর সি পি এম নেতাদের হুকুম অমান্য করার স্পর্ধা ভূমি দপ্তরের আধিকারিকের ছিল না। তাই অন্য দলের সমর্থক গরিব মানুষ ভূমি দপ্তরে এসে সুবিচার পেত না। পকেটের পয়সা খরচ করে দিনের পর দিন ধরনা দিয়েও পাট্টা, রেকর্ডভুক্তকরণ, বর্গারেকর্ড, মিউটেশন ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হত না। পশ্চিমবাংলার বেশির ভাগ ব্লক, ভূমি দপ্তরগুলিতে মোট ভেস্টেড জমির কোনও হিসাব নেই। একাধিকবার দরখাস্ত করেও ভেস্টেট জমির দখলিদার ভূমিহীনরা পাট্টা পেত না। নেতাদের পছন্দমতো ভুয়ো পাট্টা বিলি হয়ে যেত। দপ্তরের সাধারণ কর্মচারী থেকে শুরু করে অফিসার পর্যন্ত কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও সি পি এম নেতাদের কথায় উঠত বসত। বর্তমানে সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু আমলারা এখনও কর্তভজা অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। অসহায় গরিব মানুষ এখনও মার খাচ্ছেন।

এই সমস্ত সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে ২৪ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) জয়নগর-২ ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে জয়নগর-মজিলপুর স্টেশন সংলগ্ন ব্লক ও ভূমিরাজস্ব আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভ অবস্থানের ডাক দেওয়া হয়। ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ থেকে দলে দলে ভুক্তভোগী গরিব মানুষ ভূমি দপ্তরের সামনে সমবেত হন। সেখানে ১৩ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পাঠ করেন ব্লকের অসংগঠিত শ্রমিক নেতা কমরেড গৌর মিস্ত্রী। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার, মথুরাপুর-২ ব্লক ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কমরেড গুণসিন্ধু হালদার, কে কে এম এস-এর জেলা সম্পাদক কমরেড রেণুপদ হালদার। সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সেলিম শা। জয়নগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি কমরেড ওহাব হালদারের নেতৃত্বে বর্তমান ও প্রাক্তন সভাপতি কমরেড মসিওর হোসেন মোল্লা ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কমরেড খালেক মোল্লা, প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ কমরেড সুভাষ নস্কর ও প্রাক্তন সভাপতি কমরেড গোবিন্দ হালদারকে নিয়ে এক প্রতিনিধি দল ভূমি আধিকারিকের দপ্তরে আলোচনার জন্য যান। আলোচনায় দাবিগুলির ন্যায্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়।

সব্জির ন্যায্য দামের দাবিতে হাটে হাটে চাষি কমিটি

সার-বীজ-কীটনাশক সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, ফড়ে ও ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে চাষি দাম পাচ্ছে না ফসলের ন্যায্য দাম।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার স্বরূপনগর, আমডাঙা, বাদুড়িয়া সহ বিভিন্ন হাটে চাষিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। রামচন্দ্রপুর, চারঘাট, গাদামারা সহ বিভিন্ন হাটে রাস্তায় সব্জি ঢেলে অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হচ্ছেন তাঁরা। প্রশাসনের কর্তারা কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্চে না।

এই অবস্থায় এ আই কে কে এম এসের কর্মীরা জেলার হাটগুলিতে চাষিদের নিয়ে মিটিং করে কমিটি গঠন করছেন। সব্জির ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য, বাজারে দর কষাকষির শক্তি তৈরি করতে, সরকার-প্রশাসন-ফড়ে চক্রের উপর চাপ সৃষ্টি করতে 'চাষি ইউনিয়ন' গড়ে তুলে ধর্মঘটের প্রস্তুতির কাজ চলছে।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দঃ ২৪ পরগণা জেলার মন্দিরবাজার থানার ধনুরহাট লোকাল কমিটির প্রবীণ পার্টিকর্মী কমরেড পঞ্চুরাম পুরকাইত ২৫ জুলাই আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দলের কর্মী-সমর্থকরা ছুটে যান এবং মরদেহ মিছিল সহকারে লোকাল অফিসে নিয়ে এলে সেখানে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন দলের জেলা কমিটির সদস্য, লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় মণ্ডল, প্রবীণ পার্টি সংগঠক ও জননেতা কমরেড প্রহ্লাদ পুরকাইত সহ গণসংগঠনগুলির নেতারা।

কমরেড পঞ্চুরাম পুরকাইত ১৯৬৭ সালে এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। সারা জীবন তিনি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়েছেন, কখনও সুবিধাবাদের কাছে মাথা নত করেননি। কংগ্রেস, সিপিএম, অধুনা টি এম সি-র সুবিধাবাদী প্রলোভন উপেক্ষা করে দলের পতাকা শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন। দল পরিচালিত সকল গণআন্দোলনগুলিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড পঞ্চুরাম পুরকাইত লাল সেলাম।

নারীর নিরাপত্তা ও দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবি জানাল এ আই ডি এস ও

বর্ধমান জেলার ইসলামপুর হাইস্কুলের ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্রীর অপহরণ এবং ধর্ষণের ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমল সাঁই ৩ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন,

রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা বর্তমানে ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি বারাসাতে যেমন এই রকম ঘটনা ঘটেছে, তেমনি গাইঘাটা থানার সুটিয়ায় প্রতিবাদী নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক বরুণ বিশ্বাস দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হয়েছেন। উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে নবম শ্রেণির ছাত্রী মোসলেমা খাতুনকে দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে এবং সেই পাশবিক অত্যাচারের ছবি মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে ছড়িয়ে দেয়। পুলিশ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের পরিবর্তে প্রতিবাদকারী অধ্যাপক মানস জানা ও ফারুক আহমেদকে গ্রেপ্তার করে এবং জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করে।

তিনি বলেন, যখন সরকারের পক্ষ থেকে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, তখন বরুণ বিশ্বাস হত্যাকাণ্ড, অধ্যাপক মানস জানার গ্রেপ্তার অপরাধীদের উৎসাহিত করবে। আমরা অবিলম্বে নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

নির্মাণ শ্রমিকদের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

শিল্পবিহীন মুর্শিদাবাদ জেলায় সংখ্যার দিক থেকে কৃষিমজুরদের পরেই নির্মাণ শ্রমিকদের স্থান। এদের সারা বছরের কাজ নেই। ন্যায্য মজুরিও মেলে না। যখন শরীরে আর কর্মক্ষমতা থাকে না, তখন তো দুর্গতির শেষ নেই। এই অবস্থা প্রতিকারের দাবিতে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে ৪ জুলাই বহরমপুর গ্রান্ট হলে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলেন সারা বাংলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন। তাদের দাবি নির্মাণ শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দিতে হবে, ৫০ বছর বয়সে মাসিক পেনশন ৩০০০ টাকা, সারা বছর কাজ, দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে তিন লক্ষ টাকা, স্বাভাবিক মৃত্যুতে দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিতে হবে গৃহনির্মাণের জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান। এছাড়া নির্মাণ শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে। ২৩০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ। এ আই ইউ টি ইউ সি-র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড সুখেন্দু সেনগুপ্তের নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা মিছিল করে ডি এল সি অফিসে যায় এবং দাবিপত্র পেশ করে। সারদা অধিকারীকে সভাপতি ও সামসুল আলমকে সম্পাদক করে ২২ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতির দাবি আই সি ডি এস কর্মীদের

ভারত সরকারের সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে যে লক্ষাধিক কর্মী ও সহায়িকারা আছেন তাঁদের ন্যূনতম মজুরি নেই, নেই পি-এফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি, নেই সামাজিক সুরক্ষা। এই প্রেক্ষিতে কর্মী ও সহায়িকাদের যথাক্রমে গ্রুপ-'সি' ও গ্রুপ-'ডি' সরকারি কর্মীর মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে 'পোস্ট কার্ড' মারফত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি প্রেরণের কর্মসূচি নিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন।

এই আন্দোলনকে সফল করতে গত ২২ জুলাই দঃ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর শহরে আই সি ডি এস কর্মী ও সহায়িকাদের এক কনভেনশনে বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর বলেন, শুধু আই সি ডি এস কর্মী ও সহায়িকারা নন আশা, সি এইচ জি, টি ডি প্রভৃতি কর্মীরা যাদের উপর স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সরকারি বঞ্চনায় তাঁদের খাওয়ার পয়সা জোটে না। তিনি এই আন্দোলনে সবসময় কর্মী ও সহায়িকাদের পাশে থাকবেন এবং বিধানসভার অভ্যন্তরে তুলে ধরবেন বলে জানান। এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শান্তি ঘোষ অসংগঠিত শ্রমিকদের দুরবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, প্রজাপতি খালুয়া, পিন্টু দাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ন্যায় বিচারের আশায় করণদিঘির নির্যাতিতা ছাত্রী কলকাতায়

নবম শ্রেণির কিশোরী ছাত্রীকে সাংবাদিকরা বারবার প্রশ্ন করছিলেন সে দিন কী ঘটেছিল। কখনও মুখ ফুটে প্রায় শোনা যায় না এমন কণ্ঠস্বরে উত্তর দিচ্ছিল, কখনও বলার ভাষা হারিয়ে ফেলছিল মেয়েটি। তখন বেশ কিছু প্রবীণ সাংবাদিক বাধা দিলেন, না ওকে আর বলতে হবে না ওর পক্ষে সম্ভব নয়। এক সাংবাদিক বললেন, এ খবর ছাপা হবে কিনা জানি না, কাগজের 'পলিসি' তো আমি ঠিক করি না। তবে এটুকু বলতে পারি, এ ঘটনা শোনার পর আমার আর চা-টুকুও খেতে ইচ্ছা করছে না।

উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী মোসলেসা খাতুন ৩ জুলাই যখন স্কুলে যাওয়ার জন্য ট্রেকার ধরতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল তখন জ্যোর্তিময় বিশ্বাস এবং সম্রাট মণ্ডল নামের দুই যুবক তাকে গাড়িতে তুলে কুলীক পক্ষীনিবাসে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে এবং তার ছবি তুলে রাখে। মেয়েটিকে খুনের হুমকি দিয়ে এই ঘটনার কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করে দুষ্কৃতীরা। এরপর এম এম এসের মাধ্যমে সর্বত্র সেই অশ্লীল দৃশ্য ছড়িয়ে দেয় তারা। ১২ জুলাই থানায় দুষ্কৃতীদের নামে মেয়েটি এফ আই আর করে। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা তখন থেকেই ছিল অত্যন্ত ঢিলেঢালা। বরং পুলিশ অত্যন্ত কৌশলে প্রচার চালাতে থাকে যে ঐ এলাকায় সাম্প্রদায়িক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দিচ্ছে। একে নস্যাৎ করে ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে এলাকার মানুষ পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দুষ্কৃতীদের ধরার দাবিতে গড়ে তোলেন 'সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ কমিটি'। নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক মানস জানা। যিনি এলাকার নানা ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। টানা আন্দোলন চলতে থাকে এই ঘটনার প্রতিবাদে। ২৪ জুলাই করণদিঘিতে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। সেই দিন অধ্যাপক জানাকে পুলিশ আলোচনার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করে। সাথে আর এক আন্দোলনকারী ফারুক আহমেদকেও গ্রেপ্তার করে। তাঁদের নামে ১২টি ধারায় কেস দেওয়া হয়, যার মধ্যে ৪টি জামিন অযোগ্য ধারা আছে। গ্রেপ্তার করার পর এঁদের কোথায় রাখা হয়েছে বা কোনও অ্যারেস্ট মেমো পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। অধ্যাপক জানার স্ত্রী অধ্যাপিকা ডঃ জয়িতা বসু মধ্যরাত পর্যন্তও কোনও খবর না পেয়ে থানায় গেলে আই সি খবর তো দেয়ইনি উল্টে তাঁকে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয়। কোর্টে তোলার পর অধ্যাপক জানাকে ঐ সমস্ত কেসে ১৪ দিনের জেল হেফাজত দেওয়া হয়। তারপর চলতে থাকে পুলিশের দিকে থেকে ভয় দেখানো। ডঃ জানার কলেজ ডালখোলার অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জকে চিঠি দিয়ে ডঃ জানাকে সাসপেন্ড করার জন্য চাপ দিতে থাকে।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি চলছে রাজ্যজুড়ে। দুষ্কৃতীকে না গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তার করা হল প্রতিবাদকারীকে। অথচ উত্তরবঙ্গের কিছু সংবাদপত্র ছাড়া জাতীয় সংবাদমাধ্যমে এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রায় কিছুই প্রকাশিত হল না! দুষ্কৃতী-পুলিশ-শাসকের দুষ্টচক্র পূর্বতন সরকারের আমলের মতোই একইরকমভাবে কাজ করে চলেছে।

২ আগস্ট কলকাতায় প্রেস ক্লাবে সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ কমিটির সাংবাদিক সম্মেলন

নির্যাতিত মেয়েটিকে নিয়ে ডঃ জয়িতা বসু, 'সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ কমিটি'র সম্পাদক মইদুর ইসলাম ৫০০ কিলোমিটার দূরে কলকাতায় ছুটে এসেছেন ন্যায় বিচারের আশায়। রায়গঞ্জে তাঁরা এস পি, জেলাশাসকের কাছে ঘটনাটির প্রতিকার চেয়ে দেখা করলেও কোনও কাজ হয়নি। তাই কলকাতায় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে গেছেন। আশা করেছিলেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে একবার অন্তত ছাত্রীটির সাথে দেখা করে কথা বলবেন। কিন্তু তা হয়নি।

তাই শহরের বিশিষ্ট জনেদের নিয়ে তাঁরা সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কলকাতা প্রেস ক্লাবে ২ আগস্ট। সম্মেলনে তাঁদের পাশে ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, চলচ্চিত্র পরিচালক শতরূপা স্যান্যাল। তাঁরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন। বললেন, সাইবার ক্রাইম নিয়ে পুলিশের বিভাগ আছে। তা সত্ত্বেও মেয়েটির নিগ্রহকারীরা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন যে এ রাজ্যে পাল্টায়নি তা এই ঘটনায় আরও একবার প্রমাণ হল। মানুষের শক্তির উপর নির্ভর করার বদলে এই সরকারও দুষ্কৃতীদের শক্তির উপর নির্ভর করছে। তাই এভাবে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের পরিবর্তে প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করছে। বিপরীতে করণদিঘির মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছে কমিটি। তারা অঙ্গীকার করেছে প্রতিবাদকারীরা জেলে বন্দী থাকলেও আন্দোলন চলবে। যতক্ষণ না অধ্যাপক মানস জানা ও ফারুক আহমেদকে অবিলম্বে মুক্তি এবং দোষী পুলিশ অফিসারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

করণদিঘির পারগাঁওতে ৩১ জুলাই প্রতিবাদ সভায় সমবেত মানুষের একাংশ। বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর

উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে অধ্যাপকদের ধর্মঘট

অধ্যাপক মানস জানার মুক্তির দাবিতে ৩ আগস্ট উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে সমস্ত কলেজে অধ্যাপকরা কলম ধর্মঘট এবং কালো ব্যাজ ধারণ করেন। 'নজরুল সংস্কৃতি পরিষদ', 'ঋতি' পত্রিকা সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ঐ দিন ডালখোলায় অবস্থান ও নানা জায়গায় পথসভার আয়োজন করা হয়।

ভারতে সংস্কারের পক্ষে ওবামার ওকালতি কেন

বিশ্বের সমস্ত দেশের পুঁজিপতিদের মতোই ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণিরও অত্যন্ত প্রিয় বিষয় 'সংস্কার'। এর পক্ষে তারা সব সময়েই সোচ্চার। সম্প্রতি তাদের সেই সুরে গলা মিলিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। বলেছেন, বৃদ্ধির গতি বজায় রাখতে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হলেও এখনই দ্রুত সংস্কারের পথে হাঁটুক ভারত সরকার।

ভারতীয় পুঁজিপতিদের সংস্কারের আগ্রহের কারণ না হয় বোঝা যায়। সংস্কারের নামে অবশিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে, শিক্ষা-চিকিৎসার মতো পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিকে, ব্যাঙ্ক, বিমা, পেনশন প্রভৃতি আর্থিক ক্ষেত্রগুলিকে যদি বেসরকারি পুঁজির বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়া হয় তবে তাদের অলস হয়ে থাকা পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা পাবে। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই আগ্রহের কারণ কী? হঠাৎ তিনি ভারতীয় অর্থনীতির গতির হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন কেন?

সম্প্রতি ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত এক সংবাদে দেখা যাচ্ছে, ওয়ালমার্ট, ডাও কেমিকেল, প্রুডেনশিয়াল ফিনান্সিয়ালের মতো মার্কিন বৃহৎ কোম্পানিগুলি সেখানকার আইনসভার সদস্যদের লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়েছে যাতে তাঁরা ভারতের খুচরো বাজারে মার্কিন বিনিয়োগের জন্য সরকারি স্তরে তদ্বির করেন। মার্কিন এই কোম্পানিগুলি ভারতের খুচরো বাজারে ঢোকার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। মার্কিন আইন সভার দুই কক্ষ, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টিটিভ এবং সেনেটে থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক 'লবিং ডিসক্লোজার' থেকে জানা যাচ্ছে, ওয়ালমার্ট ২০০৭ সাল থেকেই উভয় সভার সদস্যদের পিছনে ডলার ঢালছে। গত তিন মাসে তারা এ বাবদ সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ডাও কেমিকেল গত তিন মাসে খরচ করেছে আঠারো কোটি টাকা। প্রুডেনসিয়াল ফিনান্স খরচ করেছে প্রায় ২০ কোটি টাকা। এ ছাড়া ডেল ইনক, মর্গান স্ট্যানলি, জেরক্স, কার্গিল ইনকের মতো সংস্থাগুলিও ভারতের বাজারে বিনিয়োগের জন্য লবিস্টদের পিছনে বিপুল অর্থ ঢেলেছে। এ থেকেই স্পষ্ট যে, মার্কিন পুঁজিপতিদের বিপুল চাপ রয়েছে ওবামার এই ওকালতির পিছনে। কিছু দিন আগেই মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন এসেছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়েই।

আসলে মার্কিন অর্থনীতির হাল খুবই খারাপ। ২০০৭ সালের মহামন্দার পর থেকে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কর্মসংস্থান কমছে, কমছে ক্রয়ক্ষমতা। নামছে শেয়ার সূচকও। দেশের অভ্যন্তরে এই বাজার সংকটই মার্কিন বৃহৎ পুঁজিকে বিদেশের বাজারে বিনিয়োগের জন্য তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ওবামা বলেছেন, খুচরো ব্যবসা সহ নানা ক্ষেত্র বিদেশি লগ্নির জন্য খুলে না দিয়ে ভারত বিনিয়োগের রাস্তায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। বাস্তবে ওবামার এই উদ্বেগ ভারতের 'পিছিয়ে পড়া' নিয়ে নয়। এর পিছনে একদিকে যেমন কাজ করছে মার্কিন অলস পুঁজির চাপ, তেমনই রয়েছে ওবামার নিজস্ব স্বার্থও। আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আসন্ন। ফলে মার্কিন পুঁজির স্বার্থরক্ষায় তিনি কতখানি তৎপর তারও প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আবার, ভারতের খুচরো ব্যবসার যে বিরাট ক্ষেত্র তা যদি এখনই মার্কিন পুঁজির জন্য খুলে দেওয়া হয় তবে মার্কিন পুঁজি অন্তত কিছু দিনের জন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ফলে ওয়ালমার্টের মতো খুচরো ব্যবসায় সর্ব বৃহৎ মার্কিন হাঙরেরা ভারতীয় বাজারে যাতে ঢুকতে পারে তার জন্যই প্রেসিডেন্টের এই সওয়াল। না হলে বেসরকারি পুঁজির রমরমা তো আমেরিকাতেই সবচেয়ে বেশি। তাকে নাকি বেসরকারি পুঁজির স্বর্গ বলা হয়। তবু কেন বিশ্বজোড়া ভয়ঙ্কর এই ভূমিকম্পের মতো মন্দায় প্রথম ধসে পড়ল মার্কিন অর্থনীতি? কেন সেখানকার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমছে? কেন দিনের পর দিন শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে কারখানাগুলিতে? অকুপাই ওয়াল স্ট্রিটের মতো নজিরবিহীন আন্দোলন আমেরিকায় এর আগে কেউ ভাবতে পেরেছিল? মন্দার আঘাত আজও সামাল দিতে পারেনি আমেরিকা।

আবার, যদি সংস্কারের নামে এই ক্ষেত্রটি মার্কিন পুঁজির জন্য খুলে দিতে হয়, তবে ভারতের মানুষকে এ কথা বোঝাতে হবে যে, এর দ্বারা ভারতও লাভবান হবে। তাই ফেউয়ের মতো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে 'স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওয়র্স', 'ফিচ'-এর মতো মার্কিন মূল্যায়ন সংস্থাগুলিকে, যারা ভারতের বৃদ্ধির গতিকে ক্রমাগত শ্লথ দেখিয়ে বার বার নিদান হাঁকছে, এই সব ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দিলেই একমাত্র সমস্যা মিটবে। তার সাথে তাল মেলাচ্ছে কৌশিক বসু এবং মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার মতো ভাড়াটে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা, যাঁরা প্রচার করছেন, সংস্কারেই একমাত্র ভারতের মানুষের মুক্তি সম্ভব। ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিও এ ব্যাপারে এক পায়ে খাড়া। কারণ বিদেশি পুঁজির হাত ধরে তাদের নাম-ডাককে কাজে লাগিয়ে তারাও এই ক্ষেত্রগুলিতে তাদের জমে থাকা বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে। ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির মালিকরা ইতিমধ্যেই বিদেশি খুচরো কারবারিদের

আটের পাতায় দেখুন

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বুঝতে আজ কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে হবে

উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধনে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

ফিরে এসেছে ৫ই আগস্ট— সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩৭তম স্মরণদিবস। এ দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলার লক্ষ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করে ভারতের মাটিতে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি করেছেন, এ দিনটি হল, তা আত্মস্থ করে সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করার শপথ নেওয়ার দিন। সেই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও আয়োজিত হয়েছিল তাঁর রচনাবলী থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, ৩-৪ আগস্ট, কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে।

প্রদর্শনীস্থলের প্রবেশপথের সামনেই চোখে পড়ে বিদ্যাসাগরের সুপরিচিত মূর্তিটি। মূর্তিটির পাদদেশ সজ্জিত ছিল মার্কসবাদী দৃষ্টিতে নবজাগরণের এই মহান মনীষীর যে মূল্যায়ন কমরেড শিবদাস ঘোষ করেছেন, তার একটি অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে। মূর্তির ডান দিকে মঞ্চ। মঞ্চের পিছনে প্রদর্শনীস্থল সাজানো ছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতা থেকে আহরিত উদ্ধৃতি দিয়ে। ছিল মহান নেতার কয়েকটি প্রতিকৃতি। পুঁজিবাদী শোষণ-জুলুমে জর্জরিত সর্বহারা জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মার্কসবাদী বিজ্ঞানের অমোঘ সত্যের বিভায় উদ্ভাসিত সেই প্রতিকৃতি যেন দর্শকদের বলছে — "... আপাতদৃষ্ট দুঃখময় বিপ্লবী জীবনের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থেকে একজন বিপ্লবী যে শান্তি ও আনন্দ খুঁজে পায়, সাধারণ মানুষ বাড়ি, গাড়ি, আরামের মধ্যে তার হদিশ খুঁজে পায় না। বিপ্লবের থেকে বড় সম্পদ, বিপ্লবী জীবনের থেকে বড় জীবন তার আর কিছুই নেই। তাই বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবী জীবনকে গ্রহণ করতে গিয়ে কোনও কিছু ছেড়ে আসাকেই সে ত্যাগ বলে মনে করে না, এমনকী তার নিজের জীবনও নয়। ..." প্রদর্শনীতে সুশৃঙ্খলভাবে সারি সারি সাজানো ছিল এরকমই অমূল্য নানা রত্নরাজি — বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, দলের কর্মীদের উন্নত রুচি-সংস্কৃতি অর্জনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে যে অমূল্য শিক্ষা, যে পথনির্দেশ রেখে গিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ, তারই সামান্য কিছু কিছু অংশ। যেমন একটি জায়গায় তিনি বলেছেন — "... মনে রাখা দরকার, কমিউনিস্ট হওয়ার সাধনা একটি কঠিন সাধনা। এই বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে একটা সর্বব্যাপক আন্দোলন, যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোকে সংযোজিত করে

কলেজ স্কোয়ারে উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী সভায় কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

গড়ে ওঠে। এই সংযোজন ঘটাতে পারলে তবেই সর্বহারা বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব।" চরিত্রে ও জ্ঞানে কীভাবে বিপ্লবী হওয়া সম্ভব, সে বিষয়ে তাঁর পথনির্দেশ — "... আপনারা প্রত্যেকে এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের সংস্কৃতিগত মান যতটা উন্নত করতে সক্ষম হবেন, যতটা উত্তরোত্তর উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের অধিকারী হতে পারবেন এবং জ্ঞানকে যতটা শাণিত করতে পারবেন, মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রেও আপনারা তত বেশি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।" ছিল মহান নেতার মৃত্যুর পর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্যটি।

৩ আগস্ট উদ্ধৃতি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর সাহা, কমরেড ছায়া মুখার্জী এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু।

অনুষ্ঠান শুরু হয় কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। উদ্বোধনী ভাষণে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, ভারতের মাটিতে একটি যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের এই যুগে মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাকে উন্নত স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। শুধু সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান-দর্শন-নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য সহ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, লেনিন পরবর্তী কালে তার প্রতিটি ক্ষেত্রকেই তিনি জ্ঞানের আলোকে সমৃদ্ধ করেছেন, বিষয়গুলি সম্পর্কে উন্নত, নতুন, সুনির্দিষ্ট বিশেষ উপলব্ধি গড়ে তুলেছেন। তাই আজকের যুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বুঝতে হলে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে হবে।

তিনি বলেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রগুলি নিয়ে যে জ্ঞানভাণ্ডার কমরেড শিবদাস ঘোষ সৃষ্টি করে গেছেন, তার অতি সামান্য অংশ নিয়ে এই উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, যাতে এ থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি, যাতে তাঁর রচনাগুলি অধ্যয়নের উদ্দীপনা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নিজেদের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করতে পারি ও স্তরে স্তরে গণআন্দোলন সংগঠিত করে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলার পথে এগিয়ে যেতে পারি।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিভিন্ন রাজ্যে ৫ আগস্ট

বিহারে পাটনার সভায় পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী

আসামের গৌহাটির সভায় পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

বিভিন্ন রাজ্যে ৫ আগস্ট

ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রের সভায় পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর

ওড়িশার কটকের সভায় পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

সিরিয়াকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র

গত ১৮ জুলাই সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে সে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সহ সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন আধিকারিক নিহত এবং একাধিক মন্ত্রী সহ বহু মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার পর রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সুশান রাইস মন্তব্য করেছেন— 'প্রেসিডেন্ট আসাদ এবং তার সরকারের জন্য এই শিক্ষাটা খুব দরকার ছিল। এমন ঘটনা যে ঘটতে চলেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। সিরিয়ার ক্ষেত্রে এই ঘটনা খুব অপ্রত্যাশিতও নয়'। আন্তর্জাতিক রাজনীতির খোঁজখবর যাঁরা রাখেন তাঁদের কাছে এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত সন্ত্রাসবাদ দমনের স্বঘোষিত আন্তর্জাতিক ক্রুশেডর আমেরিকার এই মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে যে স্বাভাবিক সিদ্ধান্তটি আসে তা হল এই হত্যাকাণ্ড আমেরিকার মস্তিস্ক প্রসূত। এর সঙ্গে মিলিয়ে আর কয়েকটি তথ্যের দিকেও নজর দেওয়া দরকার। ১৬ জুলাই মার্কিন সামরিক সংস্থা পেন্টাগন ঘোষণা করেছে, কয়েক মাস আগে থেকেই বিমানবাহী রণতরীর সম্ভার 'ক্যারিয়ার স্ট্রাইক-৩ 'এবং 'ইউ এস এস জন স্টেনিস'কে ভূমধ্যসাগরে মোতায়েন করা হয়েছে। এর আগে থেকেই আরও দুটি রণতরীর সম্ভার ঐ এলাকায় মজুত আছে। এর আগে ৮ জুলাই মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন টোকিও সফরকালে বলেছেন, আসাদের ভবিষ্যত তিনি দেখতে পাচ্ছেন, তার সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। ব্রিটিশ সংবাদপত্র গার্ডিয়ান ১২ জুলাই লিখেছে, সিরিয়ার সরকারবিরোধী বাহিনী সিরিয়ান ন্যাশানাল কাউন্সিলের প্রায় সমস্ত নেতা এবং জেহাদিদের ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। এদের সমস্ত চলাফেরা মার্কিন তত্ত্বাবধানেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর একটি ব্রিটিশ

ছয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভেনিউয়ের সভায় মহান নেতার প্রতিকৃতির সামনে গার্ড অফ অনার জানাচ্ছে এস ইউ সি আই (সি)-র কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের সদস্যরা

ভারতে গরিবি ও বৈষম্য বাড়ছে কেন?

একের পাতার পর

নিয়ন্ত্রণ আলগা করার নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে তা দশ বছরের মধ্যেই উৎপাদনের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটিয়ে গরিবি ও বেকারি দূর করে দেবে। তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং তাঁর প্রথম বাজেটে এমনও বলেছিলেন যে, দশ বছরে দেশে আর গরিব থাকবে না। কেটে গেছে বিশ বছর। গরিবি ও বেকারি কোনওটাই দূর হয়নি, বরং তা বেড়েই চলেছে। এর কারণ রয়েছে ঐ উদারবাদী মডেলের মধ্যেই। যদিও এই নীতির প্রবক্তারা দাবি করেন, এর দ্বারা উচ্চ হারে জিডিপি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এদের যুক্তিধারা হল, নয়া উদারবাদী নীতিতে যেহেতু দেশের এবং বিশ্বের বাজার খুলে যায়, তাই শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের সামনে ব্যাপক সুযোগ উন্মুক্ত হয়। যারা তা নিতে পারে তারা দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখে। বাজারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ায় বেসরকারি ক্ষেত্র এবং বিদেশি পুঁজি অর্থনীতিতে যেখানে খুশি বিনিয়োগের সুযোগ পায়। বিদেশ থেকেও পুঁজি এবং প্রযুক্তি আসতে থাকে, যা উৎপাদনের হার বাড়িয়ে দেয়। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটলে শিল্পপতিদের পুঁজি বাড়ে, সম্পদ বাড়ে, মুনাফা বাড়ে। এই বর্ধিত মুনাফা আবার তারা বিনিয়োগ করে এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের মুনাফা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এখানেই যে কথাটা উদারনীতির প্রবক্তারা চেপে যান তা হল ক্রমাগত মুনাফার অংশ বাড়ছে মানেই শ্রমিকের মজুরির অংশ কমছে। কারণ, শ্রমিকের মজুরি চুরি না করে মালিকের মুনাফা হতে পারে না, বাড়তেও পারে না। ফলে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির কল্যাণে উৎপাদন বাড়ে কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের মজুরি কমে। শুধু তাই নয়, শহরকে ঘিরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে নিম্ন আয়সম্পন্ন কৃষিক্ষেত্র থেকে মানুষ কাজ ও আরও বেশি আয়ের আশায় শহরে ভিড় করে। কিন্তু যে শিল্প কলকারখানা এই জমানায় গড়ে ওঠে সেগুলি উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন। সেখানে গ্রামীণ জনগণের এই অংশের কাজ জোটে না। যাদের কিছু না কিছু জোটে তাদের আয় হয়ত একটু বাড়ে, কৃষিক্ষেত্রে যারা রয়ে যায় তাদের অবস্থা কিন্তু পাল্টায় না। ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারকে যখন বিশ্বের পুঁজির জন্য খুলে দেওয়া হল, ভারতীয় শিল্পপতিরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এনেছে, যেগুলো খুবই পুঁজিনিবিড়। ফলে প্রযুক্তির সাহায্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার বেড়েছে ব্যাপক, উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন কাজ কিছু সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোটি কোটি বেকারের অবস্থা পাল্টায়নি। এটা স্বাভাবিক, প্রযুক্তি যত উন্নত হবে তত শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়বে, অর্থনীতির বৃদ্ধির হারও বাড়বে। কিন্তু তার দ্বারা যদি শ্রমজীবী মানুষের আয় না বাড়ে, কাজ জোটার বদলে শ্রমিক কাজ হারায়, বেকারদের কর্মসংস্থান না হয়, তাহলে বর্ধিত উৎপাদনে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটে না। তার সাথে মুদ্রাস্ফীতি যুক্ত হয়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে খোলা-বাজার অর্থনীতি নতুন করে বৃহত্তর বাজার সংকটে, অর্থাৎ ক্রেতার অভাবজনিত সংকটে পড়ে। এটা ঘটলে শেষ পর্যন্ত বাজারে উপযুক্ত ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রেতার অভাবে পণ্য উৎপাদনের হারও মার খেতে বাধ্য। নয়া উদারনীতিবাদী মডেলের এই অবধারিত সংকটকে এড়াবার জন্যই রপ্তানির উপর খুব জোর দেওয়া হয়। ভারতেও তা হয়েছে এবং ভারতের শিল্পক্ষেত্রের একটা বিরাট অংশ ক্রমাগত রপ্তানি নির্ভর হয়ে পড়েছে। বিদেশের বাজারের উপর নির্ভরতার ভিত্তিতে একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে ঘটতে পারে না, সম্প্রতি তীব্র মন্দা ও তাকে কেন্দ্র করে ভারতের শিল্পসংকট তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

আসলে নয়া উদারবাদী গ্রোথ মডেল বা অন্য যে কোনও পুঁজিবাদী উন্নয়নের মডেলই হোক, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই যে নানা মডেল অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হয় বা তার উপর নানা বিশেষজ্ঞের তকমা দেওয়া হয়, এ ধরনের সব মডেলেরই মূল কেন্দ্রে থাকে উৎপাদন বৃদ্ধির নানা মত ও পথের মিশেল। কিন্তু বর্ধিত উৎপাদনের সুফল দেশের ব্যাপক জনগণের মধ্যে কীভাবে বণ্টন করা যাবে তার কোনও সুলুকসন্ধান এই সব গ্রোথ মডেল দেয় না, দিতে পারে না। কেন পারে না? কারণ এই ধরনের সমস্ত পণ্ডিতদের কাছেই উৎপাদনের লক্ষ্য মানে শিল্পপতি পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি। অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা মুনাফাভিত্তিক যে নিয়ম ও লক্ষ্য নিয়ে চলে এদের দৃষ্টিভঙ্গিও তার বাইরে যেতে পারে না। এই সব গ্রোথ মডেলে সামাজিক কল্যাণটা হচ্ছে যেন উন্নয়নের একটা বাইপ্রোডাক্ট বা আনুষঙ্গিক বিষয় অর্থাৎ উৎপাদন বাড়াতে পারলেই তার সুফল চুঁইয়ে নিচের দিকে যাবে এবং তার দ্বারা মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন আপনা-আপনিই ঘটবে, যেটা বাস্তবে হয় না।

ভারতবাসীর আসল হাল এখন সরকারি তথ্যেই প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায়, মঞ্চে অবশ্যই আসবেন সেইসব অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা, যারা মনে করেন খোলা বাজার নয়, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন বাজার অর্থনীতিই জনকল্যাণ ঘটাতে পারে। এদের কথাই যদি সত্য হত, তবে স্বাধীনতার পর থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত তো ভারতে মিশ্র অর্থনীতির নামে সেটাই ছিল। তখনও দেশে গরিবি ও বেকারির সমস্যা যথেষ্টই তীব্র ছিল। সমস্যার মূল কারণ তো ঐ বাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যেই রয়েছে, তাই তাকে অটুট রেখে নিত্যনতুন যত মডেল নিয়েই হৈ-চৈ তোলা হোক, শেষ পর্যন্ত সব ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর এখানেই রয়েছে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অপরিহার্যতা।

সিরিয়াকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র

পাঁচের পাতার পর

সংবাদপত্র ডেলি মেল ২২ জুলাই লিখেছে দামাস্কাসের অভ্যন্তরে বিদ্রোহী বাহিনীকে ট্রেনিং দিচ্ছে ব্রিটিশ স্পেশাল এয়ার সার্ভিসের কিছু প্রাক্তন অফিসার। মধ্য প্রাচ্যে কিছু প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানির কাজের নামে এদের মোতায়েন করা হয়েছে। এই তথ্যগুলি পরপর সাজালে সিরিয়ার ঘটনাবলীর পরম্পরা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর থেকে দামাস্কাস এবং তুরস্কের সীমান্তবর্তী শহর আলেপ্পোতে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে। প্রায় ৩০ হাজার শরণার্থী লেবাননে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সিরিয়ার সরকারবিরোধী বাহিনী 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি'কে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, ইজরায়েল সহ মার্কিন যুদ্ধজোট ন্যাটোভুক্ত দেশগুলি সাহায্য করছে। ফ্রি সিরিয়ান আর্মি লড়ছে ইউরোপ ও আমেরিকার অস্ত্রের ভিত্তিতে। এই বাহিনীর মূল শক্তি লিবিয়া, মিশর, টিউনিশিয়া, ইয়েমেন থেকে আগত প্রায় ১২ হাজার জঙ্গি যারা এই সব দেশে গণতন্ত্রের দাবির বিরোধিতা করেছিল ও মার্কিন স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজ নিজ দেশের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। কর্পোরেট পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ সংবাদমাধ্যম গত ১৫ মাস ধরে ধারাবাহিক ভাবে এই ফ্রি সিরিয়ান আর্মির লড়াইকে গণতন্ত্রের দাবিতে মহান লড়াই বলে অভিহিত করে আসছে। রাষ্ট্রসংঘের আরব লিগের দূত কোফি আন্নান সিরিয়ার সংকট মোচনের ভারপ্রাপ্ত হয়ে কোনও সমাধান খুঁজে পাননি। শেষ পর্যন্ত সিরিয়ায় 'ক্রমবর্ধমান সামরিক কার্যকলাপে' হতাশ হয়ে তিনি দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। ২০১১-এর গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'আরব বসন্ত', ইয়েমেন, মিশর, বাহরিন, টিউনিশিয়া, জর্ডন, মরক্কো সহ বিভিন্ন আরব দেশে আছড়ে পড়েছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কোথাও এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ায়নি। সিরিয়ায় এসে এই দেশগুলিই হঠাৎ গণতন্ত্রের প্রবল সমর্থক হয়ে উঠল কী করে? মুখে গণতন্ত্র, মানবাধিকারের বড় বড় কথা বলতে বলতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কোথাও সামান্য বিরোধিতা দেখলেই দেশে দেশে সরকার উল্টে দিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো সরকার বসানোর খেলা চালিয়ে আসছে বহুদিন ধরে। সিরিয়া ধারাবাহিক ভাবে এই শক্তিগুলির স্বার্থের বিরোধিতা করে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ মদতে আরব ভূখণ্ড থেকে প্যালেস্টিনীয়দের হঠিয়ে ইজরায়েল সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে সিরিয়ার সঙ্গে ইজরায়েলের বিরোধ চলছে। ইজরায়েল গোলান হাইটস উপত্যকা দখল করার পরে সেই তিক্ততা যুদ্ধে পরিণত হয়। বিগত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে বেশ কয়েক বার এ যুদ্ধ হয়েছে। লেবাননের সঙ্গে সিরিয়ার মানুষের ঐতিহাসিক কারণেই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ইজরায়েলের সঙ্গে বিরোধের মধ্য দিয়ে তা আরও দৃঢ় হয়। ১৯৪৬ সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল সিরিয়া। তার পর থেকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র যতদিন ছিল ততদিন সিরিয়ার মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতকে পাশে পেয়েছিল। ১৯৫৬ সালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সুয়েজ খাল অবরোধ করলে সিরিয়ার সঙ্গে তাদের বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ৬০-এর দশকেই সিরিয়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। সিরিয়া তেল উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগের রাস্তায় সিরিয়ার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বারবার সিরিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ১৯২৫ থেকে '২৭ পর্যন্ত চলা সিরিয়ার বিদ্রোহ দমন করতে বিদ্রোহের নেতা আল আতরাসকে ফাঁসি দিয়েছিল ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী জুড়ে বারবার সিরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ঘটেছে। ইজরায়েল সৃষ্টির পর এর মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিরিয়ার বর্তমান শাসক দল সিরিয়ান বাথ পার্টি সে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল ৬০-এর দশকে। ১৯৭৩-এ ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের বদলে অধিকাংশ মানুষের ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়। যদিও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর থেকেই সিরিয়ায় সামরিক বাহিনী এবং সরকারের মধ্যে বামপন্থী মনোভাবাপন্নদের প্রভাব কমতে থাকে। কিছু অভিজাত সামরিক জেনারেলদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। যার ফলে দেশে উপজাতিগত লড়াই প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পায়। আলওয়াইট, সুন্নি, কুর্দ, এই রকম বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধকে সাম্রাজ্যবাদীরা মদত দিতে থাকে। যে সিরিয়া আরবে উপজাতিগত গোষ্ঠী সংঘর্ষ বন্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল, সেই সিরিয়াই সাম্রাজ্যবাদী ইন্ধনে তীব্র গোষ্ঠী সংঘর্ষের কেন্দ্র হয়ে পড়ল। সিরিয়ায় তথাকথিত গণতন্ত্রের দাবিতে যে আন্দোলন চলছে, তা আসলে এই অসংখ্য গোষ্ঠী সংঘর্ষের ফল। এর সাথে গণতান্ত্রিক ভাবনার ছিটেফোঁটাও নেই।

সিরিয়ার বর্তমান সরকার দেশের উত্তর ও পূর্ব অংশে থাকা তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ মার্কিন, ফরাসি, ব্রিটিশ কোম্পানির হাতে নির্বিচারে তুলে দিতে অস্বীকার করেছে। গ্যাটসের অন্তর্গত হতে সিরিয়া বারবার অস্বীকার করেছে, যেটা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সরাসরি আঘাত। সিরিয়ার তেল এবং গ্যাসের খনি আজও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সহ সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং ভর্তুকির রক্ষাকবচে আবৃত। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অধিকার এত গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে যে অভিজাতদের স্বার্থে চাইলেই সরকার তা ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দিতে পারবে না। আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী জোটের কাছে আরও মাথাব্যথার কারণ হল সিরিয়ার অবস্থানগত গুরুত্ব। ইরানের এবং সমগ্র আরবের তৈল ক্ষেত্রের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে হলে সাম্রাজ্যবাদীদের সিরিয়ার মাটিতে পা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট বসির আল আসাদ জনগণের বৃহৎ অংশের মনোভাব বুঝেই বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে সিরিয়ায় পা রাখতে দিতে নারাজ। যে কোনও পুঁজিবাদী দেশের শাসকের মতো আসাদের বিরুদ্ধেও সে দেশের মানুষের কিছু ক্ষোভ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তার উপর সামরিক জেনারেলদের প্রায় নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব মানুষের গণতন্ত্রের প্রতি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে আঘাত করবেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি গণতন্ত্রের জন্য ভীষণ চিন্তিত, এ কথা পৃথিবীর কেউই বিশ্বাস করবে না। তাই আসাদ সরকার দেশের অধিকাংশ মানুষেরই সমর্থন পাচ্ছে। কোফি আন্নান সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে রাষ্ট্রসংঘের আরব লিগের দূত হয়ে বহু চেষ্টা করেও বরফ গলাতে পারেননি। দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল সিরিয়ার মিলিটারি থেকে পলাতক অফিসার এবং বিশ্বাসঘাতক কূটনীতিকদের নিয়ে গঠিত সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিলের হয়ে ওকালতি না করে আন্নান যুযুধান গোষ্ঠিগুলির মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আন্নান ঠিক উল্টো কাজটি করায় সিরিয়ার মানুষ নিরাশ হয়েছে। এ ব্যাপারে ভারত সরকারও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অনুকূলে অবস্থান নিয়েছে। সম্প্রতি নিরাপত্তা পরিষদে সিরিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ এবং সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তাবে ভারত সরকার সায় দিয়েছে। যদিও এ বিষয়ে চীন এবং রাশিয়া নিজস্ব স্বার্থে আমেরিকার বিপরীতে গিয়ে ভেটো প্রয়োগ করেছে। ফলে সে প্রস্তাব আটকে গেছে। তার কয়েকদিন বাদেই ভারত সরকার মধ্য এশিয়ার বাজারে ঢোকার রাস্তা খুলে রাখার স্বার্থে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রায় একই ধরনের প্রস্তাবে ভোট দানে বিরত থেকেছে।

বিশ্বের সমস্ত যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষ সিরিয়া নিয়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন লুঠেরা জোটের কার্যকলাপের বিরোধিতা করছেন। আমেরিকার অভ্যন্তরেও 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল অ্যান্টিওয়ার কোয়ালিশন' দাবি তুলেছে সিরিয়ায় কোন সরকার থাকবে তা ঠিক করার একমাত্র অধিকার সিরিয়ার জনগণের। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে এখনই সিরিয়ার বিষয়ে নাক গলানো বন্ধ করতে হবে। সারা বিশ্বের সাধারণ যুদ্ধবিরোধী মানুষও সে কথাই বলছেন।

দুঃস্থ পরিচারিকাদের কথা শোনারও সময় নেই শ্রমমন্ত্রীর

যাঁদের ডাকে ঘুম ভাঙে শহরের অনেক বাড়ির, যাঁদের অনুপস্থিতির সম্ভাবনায় সকালের ধূমায়িত চায়ের কাপ নিতান্তই বিস্বাদ হয়ে পড়ে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের, তাঁদের জীবনের এতটুকুও খোঁজ রাখেন ক'জন? পিলসুজের মতো জীবন এঁদের— আলোটা অনুভব করে অন্যরা, আর তার অন্ধকার-ক্লেদ সবটাই নিজেদের জীবনের অঙ্গ করে নেন ওঁরা। ওঁরা পরিচারিকা বা 'কাজের মেয়ে'।

জয়নগরের আরতি হালদার। ভোর রাত থেকে উঠে দুই নাতি ও স্বামীর জন্য রান্না করে দু'মাইল হেঁটে ট্রেন ধরে কলকাতায় আসেন। আবার লোকের বাড়ি কাজ সেরে ঘরে ফিরে রান্না করা, কাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার করা (অবশ্য ঘর বলতে লোকের দাওয়া, কারণ কিছুদিন আগে ঝড়ে তাঁর মাটির একমাত্র ঘরটিও ভেঙে গেছে) সমস্ত কিছু করতে হয়। কিছুদিন আগেও বাড়ি বাড়ি কাজ তো দূরের কথা, তাঁকে বাড়ির বাইরেই বেরোতে হত না। স্বামী ছোট এক কোম্পানিতে সামান্য বেতনে কাজ করতেন। তিন মেয়ে নিয়ে সংসার চলে যেত কষ্টেসৃষ্টে। বড় মেয়ের সন্তান প্রসবের সময় জানা গেল, ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত সে। তাকে বাঁচানোর জন্য আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে ছোটাছুটি শুরু হল বাবা-মায়ের। যে করে হোক বাঁচানোর জন্য অগত্যা স্বামী অফিস থেকে ধার করলেন টাকা। ইচ্ছা ছিল, পরে গতরে খেটে সুদে-আসলে মিটিয়ে দেবেন। মেয়েকে বাঁচাতে পারলেন না, নিজেরাও হলেন সর্বস্বান্ত। দেনা মেটাতে না পেরে একসময় চাকরি থেকে ছাঁটাই হলেন স্বামী। অনাথ দুই নাতির খাবারের জোগাড় করার জন্য লোকের বাড়ি কাজ নিতে হল আরতি দেবীকে। এখন দুই নাতিকে খাইয়ে-পড়িয়ে বড় করাই তাঁর একমাত্র স্বপ্ন।

বারুইপুরের লতা নস্করের মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল তার মদ্যপ বাবা। তার বয়স তখন তিন। কিছুদিন পর বাড়ি ফিরে বাবা মায়ের উপর এমন অত্যাচার শুরু করল যে মাকে ঘর ছাড়তে হল। বাবা আবার বিয়ে করল। কিন্তু সৎ মায়ের অত্যাচারে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে হল তাকে। এখানে-সেখানে ঘুরে একসময় লতার বিয়ে হল পাড়ার লোকজনের সহযোগিতায়। নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে না দেখতেই স্বামী অত্যাচার শুরু করল। বাধ্য হয়ে পরিচারিকার কাজে নামতে হল লতাকে। এখন নিজের মতো করে বাঁচার চেষ্টা করছে সে।

ক্যানিংয়ের সাইকা বিবি পার্ক সার্কাস, তপসিয়ায় বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করেন। হাড় জিরজিরে শরীর নিয়ে প্রতিদিন ভোরবেলায় ট্রেন ধরে কাজ করতে আসেন। রোজগার মাসে ১০০০ টাকা। অনাহারে, অপুষ্টিতে একটি মেয়ে ৬ মাস বয়সেই মারা যায়। এখন পঙ্গু স্বামী, দুই ছেলে নিয়ে সংসার। দুপুরে বাড়ি ফিরে আবার সংসারের যাবতীয় কাজ— ঘর পরিষ্কার, রান্না করা, ছেলেকে খাওয়ানো সবই করতে হয়। সংসার ঠিকঠাক চলে তো? একমুখ হাসি নিয়ে বললেন, জিনিসপত্রের এত দাম, সংসার কি আর চলে? বাধ্য হয়ে আরও কাজের চেষ্টা করছি। পাশ থেকে আর একজন বলে ওঠেন, এখন রোজার সময়। আগে এ সময় কত ফল আসত ঘরে। এখন ১০ টাকা দিয়ে তিনটে কলা কিনতে হচ্ছে। আমাদের মতো মানুষ খাবে কী?

ঢাকুরিয়া স্টেশনের পাশে থাকেন বীণা জানা। অভাবের সংসারে ছোট থেকেই মা ও দিদিদের সাথে বাড়ি বাড়ি কাজে হাতেখড়ি। বাড়িতে বাবার হাতে লাঠি-ঝাঁটা খাওয়া, আর বাবুদের বাড়িতে কাজ ঠিকমতো করতে না পারলেই গালাগালি, মারধোর। এমন করেই চলত জীবন। একদিন বিয়ে হল, স্বামীরও অভাবের সংসার। কোনও কাজ নেই। এদিকে সন্তানের জন্ম হল। দুধটুকুও জোগাড় হয় না। স্বামী মদ্যপ, বাধ্য হয়ে দুধের ছেলেকে ঘরে ফেলে রেখে কাজে নামতে হল তাকে। এরপর ধীরে ধীরে ছেলেকে বড় করা, তার পড়াশুনার খরচ জোগানো, আরও বাড়ির খোঁজ করে কাজে ঢুকতে হল। শত অসুবিধা, কিন্তু মুখে হাসিটি সর্বদাই লেগে রয়েছে। পরিচারিকা সমিতির সাথে যুক্ত হলেন কেন?

১৮ জুলাই, ধর্মতলা।

বললেন, সকলের জন্য কাজ করতে ভালো লাগে। অন্যান্য পরিচারিকা মায়েরাও যাতে সন্তানের দুধের খরচ জোগাতে পারে, তাদের বই-খাতা কিনে দিতে পারে, উপযুক্ত রোজগার করে সংসার চালাতে পারে সেজন্য আমি সমিতির মিটিংয়ে যাই। কাজের বাড়িতে বলে যাই। তারা যেতে বারণ করলে তাদের বোঝাই, যে এটা সকলের ভালোর জন্যই। তাঁর আশা, মাসে চারদিন ছুটি, বাঁধাধরা মাইনে, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতার যে দাবি তাঁরা তুলেছেন, তা বর্তমান সরকার অন্তত মেনে নেবে।

শকুন্তলা মণ্ডল, অহল্যা হালদার, কাজল বিশ্বাস, দীপালি সরকার প্রত্যেকেই পঞ্চাননতলা বস্তির বাসিন্দা। ভোর থেকে রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেন বাবুদের ঘরে ঘরে আরাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি নিয়ে সংসার ঠেলতে হয়। অসুস্থ হলে চলবে না। বাবুদের চোখরাঙানিকে শিরোধার্য করে প্রতিদিন ধুঁকতে ধুঁকতে যেতে হবে কাজের বাড়িতে। না হলেই 'চাকরি' খতম। আর একজন বহাল হয়ে যাবে। এঁদের জীবনে নেই কোনও বিশ্রাম, ক্লান্তিকর জীবনে নেই এতটুকু সহানুভূতির ছোঁয়া। শুধুই দৌড়ে চলা, থামলেই অনাহার-ক্ষুধার করাল গ্রাস।

ঢাকুরিয়ার রেলবস্তিতে বাস করেন শিবানী সরদার। অল্পবয়সেই বিয়ে। স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিয়েই মারা গিয়েছিল। তাকে তিনি নিজের কোলে তুলে নেন। কিছুদিন পর স্বামী অন্যত্র সংসার পাতে। সন্তান কোলে মা দিশেহারা। তাকে বাঁচাতে পাড়ার একজনের পরামর্শে পরিচারিকার কাজ শুরু করেন তিনি। মাঝে মাঝে লম্পট স্বামীর আগমন, শাসন, মারধোর সবই চলে। সন্তানের মুখ চেয়ে সহ্য করেন তিনি। একবার অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন করতে হয় তাঁর। সেই অবস্থায় স্বামী একদিন রাতে ফিরে প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। সেলাই ছিঁড়ে যায়, তিনি আবার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে থাকলে চলবে না। সন্তানের খাবার জোগাড় করতে হবে, বেঁচে থাকার লড়াইও চালিয়ে যেতে হবে। ঐ অবস্থায় আবার কাজের খোঁজে বেরোতে হয় তাঁকে। এরপর ছেলে বড় হয়। মায়ের মনে আশা, ছেলে নিশ্চয়ই তাকে দেখবে। একদিন সেই ছেলেও মদ্যপ অবস্থায় মাকে ধরে পেটায়। মনের দুঃখে আত্মহত্যা করতে রেললাইনে ঝাঁপ দিতে যান তিনি। প্রতিবেশীদের তৎপরতায় বেঁচে যান। এরপর পরিচারিকা সমিতির সাথে যোগাযোগ হয়। সেখানে এসে দেখেন, তার মতো দুঃখের জীবন আরও অনেকেরই। এক নতুন লড়াইয়ের স্বাদ অনুভব করেন শিবানী।

এঁরা অনেকেই আজ উপলব্ধি করেছেন একা একা লড়াই করে বাঁচা যায় না। দিন দিন অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন আরও মাত্রাছাড়া হচ্ছে — কি ঘরে কি বাইরে। শুধুমাত্র মানসিক নিগ্রহই নয়, যখন তখন বাবুদের শারীরিক নিগ্রহেরও শিকার হতে হয়, বাবুদের মর্জিমতো চলতে আপত্তি জানালেই চাকরি চলে যাবে অথবা হয়ত খুন করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হবে। এত কিছুর পরেও এঁদের বাঁচতে হবে ঘর-সংসার-সন্তানের মুখ চেয়ে। একান্ত নিরুপায় হলে তো রয়েইছে আত্মহত্যার পথ। সম্ভ্রম-মর্যাদা নিয়ে এঁদের বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছে পরিচারিকা সমিতি, আশা যুগিয়েছে তাঁদের। তাই অন্ধকারের মাঝে আলোর দীপশিখার মতো 'সমিতি'র নেতৃত্বে বাঁচার লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন হাজার হাজার মা-বোন।

অসহনীয় কষ্টে দিন যাপন করা কিন্তু জীবনযুদ্ধে হারতে নারাজ পরিচারিকারা শ্রমমন্ত্রীর কাছে ১৮ জুলাই সমিতির নেতৃত্বে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে তাঁর ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে যান। সমাজের সবচেয়ে শোষিত এই মানুষরা কোনও না কোনও ঘরের মা-বোন। বেঁচে থাকার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাতেই তাঁদের দাবি জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন সরকারের কাছে। তাঁদের সম্পর্কে যে কোনও সংবেদনশীল সরকার সহানুভূতিশীল হবে এটাই অভিপ্রেত ছিল। সি পি এম ৩৪ বছরের শাসনে এঁদের সাথে কখনও মানবিক ব্যবহার করেনি, এঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। যেন লাখ-লাখ পরিচারিকা মা-বোনেরা এই সমাজের মানুষ নন। ঠিক তেমনই অশোভন আচরণ পরিচারিকারা প্রত্যক্ষ করল তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীর কাছেও। মন্ত্রী এদিন পরিচারিকাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন তাতে সহানুভূতি তো দূরের কথা, ন্যূনতম মানবিকতার চিহ্নটুকুও খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরিচারিকাদের দাবি ছিল, নির্দিষ্ট মাসিক বেতন, ছুটি, শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দান। এই ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে প্রতিনিধিরা দেখা করতে গেলে 'মন্ত্রী নেই' বলে প্রথমে তাঁর পি এ তাঁদের

হঠিয়ে দিতে চান। প্রতিনিধিরা নাছোড়বান্দা হলে অবশেষে ঠাণ্ডা ঘরে একান্তে বসে থাকা মন্ত্রী দেখা করতে বাধ্য হন।

১৮ জুলাই শ্রমমন্ত্রীর সাথে দেখা করার বহুদিনের ঘোষিত কর্মসূচি ছিল পরিচারিকা সমিতির। এর জন্য তাঁরা একমাস আগে থেকে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানান। আবেদনের কোনও জবাব আসেনি। উপরন্তু ১৭ জুলাই ডেপুটেশনের একদিন আগে যখন অনেকেই রওনা হয়ে পড়েছেন, প্রস্তুতি সম্পূর্ণ তখন শ্রমদপ্তর থেকে সংগঠনের সম্পাদিকা লিলি পালকে জানানো হয় সাক্ষাতের তারিখ পরিবর্তন করতে। একদিন আগে কর্মসূচির পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। নির্ধারিত দিনে কয়েক হাজার পরিচারিকা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে মিছিল করে ধর্মতলায় যান। বহু দূরদূরান্ত থেকে আগের দিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাত জেগে এই মিছিলে যোগ দিতে আসেন পরিচারিকা মা-বোনেরা।

প্রতিনিধিরা মন্ত্রীর কাছে জানতে চান, পরিচারিকাদের দীর্ঘদিনের দাবি নির্দিষ্ট বেতন ও সাপ্তাহিক ছুটির খবর সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, শ্রমদপ্তরের দেওয়া সেই নির্দেশিকার প্রয়োগ হচ্ছে কবে থেকে? মন্ত্রী বলেন, আমি এমন কোনও নির্দেশিকা দিইনি, শ্রমদপ্তরও দেয়নি। প্রতিনিধিরা বলেন, আপনারা না বলে থাকলে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করুন। তিনি বলেন, আমি পেপার পড়ি না, প্রতিবাদ করতে হলে আপনারা করুন। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, যদি কর্ণাটক, কেরালা সরকার নির্দিষ্ট মজুরি মেনে নিতে পারে, তাহলে আপনারা নেবেন না কেন? তিনি বলেন, কয়েক কোটি পরিচারিকা আছে, প্রশাসনের পক্ষে এমন ব্যবস্থার ঘোষণা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ খোলনলচে বদলাতে হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি মেনে পরিচারিকাদের নির্দিষ্ট মজুরি দেওয়াও সম্ভব নয়। সেটাও আপনারাই কেন্দ্রকে জানান। ৬১টি আনঅর্গানাইজড সেক্টরের রেজিস্ট্রেশন থাকা সত্ত্বেও পরিচারিকা সমিতির রেজিস্ট্রেশন কেন দেওয়া হচ্ছে না জানতে চাইলে তিনি কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। ক্রমবর্ধমান পরিচারিকাদের হত্যার খবরে এতটুকুও উদ্বেগ প্রকাশ না করে মন্ত্রী বলেন, ওটা প্রশাসনের কাজ। মন্ত্রীর কথায় মনে হয় যেন পরিচারিকারা এ রাজ্যের মানুষ নন, তাঁদের প্রতি সরকারে কোনও দায়িত্বই নেই। নিছক ভোট রাজনীতির কথা ভাবলেও মন্ত্রী ভুলে যাচ্ছেন যে, সরকারের আসার পেছনেও এঁদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

এঁদের প্রতি সরকারের দায়িত্ববোধ কতখানি তা বোঝা যায় শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্য ও আচরণ থেকে। একটা সরকার কতটা জনদরদী সেটা নির্ধারিত হয় তার নেতা-মন্ত্রীদের আচরণের দ্বারা। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এই অশোভন আচরণে তাদের জনদরদের মুখোশ পুরোপুরি খসে পড়ল। পরিচারিকারা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ— লড়েই নিজেদের হক তাঁরা নিজেরা বুঝে নেবেন।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

লেনিন মুসোলিয়াম থেকে হাত ওঠাও

মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম শোষণমুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান লেনিনের সংরক্ষিত মরদেহ মস্কোর মুসোলিয়াম থেকে সরিয়ে অন্যত্র সমাধিস্থ করার জন্য পুনরায় এক ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে রাশিয়ার বুর্জোয়া পুটিন সরকার। ইতিপূর্বেও যখন রাশিয়ার বর্তমান শাসক-শোষকদের এরকম পদক্ষেপের সংবাদ প্রকাশ পেয়েছিল, এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে ভারতের রাজ্যে রাজ্যে প্রতিবাদ মিছিল করে রুশ কনসুলেটগুলিতে গিয়ে এই হীন কাজ থেকে বিরত থাকার দাবি জানানো হয়েছিল।

এবার জুন মাসে রুশ সরকারের নতুন পরিকল্পনার সংবাদ প্রকাশিত হতেই এর বিরুদ্ধে বিশ্বের নানা দেশের মানুষকে প্রতিবাদে সামিল করার জন্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এক আবেদনপত্র সারা বিশ্বে প্রচার করে স্বাক্ষর আহ্বান করা হয়েছে। এই আবেদনে প্রথম স্বাক্ষরদাতা হচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। পলিটব্যুরোর অন্যান্য সদস্যরাও এতে স্বাক্ষর দিয়েছেন। ভারতের নানা প্রদেশের মানুষ ছাড়াও রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, পাকিস্তান, গ্রিস, চিলি, জর্ডন, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশের বহু মানুষ স্বাক্ষর দিয়েছেন। প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষ স্বাক্ষর দিচ্ছেন।

স্বাক্ষর দিন ঃ www.handsofflenin.org

৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩৬তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে কলকাতার বিশাল জনসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

বঞ্চনার প্রতিবাদে বীরভূম আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদের বিক্ষোভ

আদিবাসীদের নানা বঞ্চনা, শোষণ, নির্যাতন প্রতিকারের দাবিতে ৩ জুলাই মুরারই থানার বড়তলায় কনভেনশনের মধ্য দিয়ে বীরভূম আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়েছে। সংগঠনের মুরারই শাখার উদ্যোগে মুরারই বাজারে শতাধিক আদিবাসীদের মিছিল হয় এবং বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উন্নয়ন পর্ষদ নেতৃত্ব তাঁকে অভিযোগ করেন, অধিকাংশ আদিবাসী গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, সংস্কারের অভাবে রাস্তাগুলি দুর্গম হয়ে পড়েছে। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা তাঁরা পাচ্ছেন না। এলাকার অধিকাংশ আদিবাসীরই সার্টিফিকেট নেই, রেশন কার্ড নেই। দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে বিডিও সেগুলি কার্যকর করার আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রফিকুল হাসান, মঙ্গল হেমব্রম, রবীন বাসকী, রাজেশ হাঁসদা, বাবুধন মুরমু, ফিলিপস হাঁসদা, রামেশ্বর হাঁসদা প্রমুখ। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন পর্ষদের যুগ্ম আহ্বায়ক কমল বাসকী।

কেরালা জুড়ে সিপিএমের খুনের রাজনীতির বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নিয়ে অসংখ্য সভা-কনভেনশন হয়ে চলেছে। এই রকমই একটি সভায় বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই (সি) কেরালা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভেনুগোপাল।

ওবামার ওকালতি

তিনের পাতার পর

কারও না কারও সাথে জোট বেঁধে ফেলেছে। যেমন, মার্কিন ওয়ালমার্ট ও ব্রিটিশ কোম্পানি টেসকোর সঙ্গে জোট বেঁধেছে মিত্তালদের ভারতী। রিলায়েন্স বেঁধেছে মার্কিন ডাও কেমিকেলের সঙ্গে। আই টি সি জোট বেঁধেছে মার্কিন কোকাকোলা ও আবুধাবি ফ্লাওয়ার মিলের সঙ্গে। তাই ভারতীয় পুঁজিপতিদের চেম্বারগুলির প্রায় সকলেই খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজিকে ঢুকতে দেওয়ার জন্য এত সোচ্চার। কিন্তু এর ফলে ভারতে এই ব্যবসার সাথে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে। অবশ্য তাতে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কী-ই বা এসে যায়। তাদের মুনাফা তো বাড়বে!

কিন্তু এ ভাবে আমেরিকা ইউরোপের কোনও দেশই রেহাই পায়নি। মন্দা সকলকে গ্রাস করেছে। ভারতেও সরকার সংস্কারের পথে যত এগোবে ততই তা অর্থনীতিকে আরও খাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। বাড়বে সাধারণ মানুষের দুর্গতি। একই ভাবে বাড়তে থাকবে বিক্ষোভ। সরকার কি দেশের মানুষকে সেই দিকেই ঠেলে দিতে চাইছে? তা হলে তার প্রতিক্রিয়া সামলানোর জন্যও যেন প্রস্তুত থাকে।

স্কুলস্তরে পাশ-ফেল তুলে দেওয়া ও ভর্তি প্রক্রিয়ার দুর্নীতির প্রতিবাদে ৩১ জুলাই দিল্লিতে আই টি ও চকে বিক্ষোভ এ আই ডি এস ও-র

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে সাঁউরি গ্রামে মদের কারখানা খোলার বিরুদ্ধে ২৮ জুলাই এলাকার বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে গঠিত জাগরণ মঞ্চের বিক্ষোভ

স্ট্যালিন নির্বাচিত রচনাবলীর গ্রাহক হোন

সর্বহারার মহান নেতা, বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মহান রূপকার কমরেড স্ট্যালিনের কিছু নির্বাচিত মূল্যবান রচনার ইংরাজি সংকলন চার খণ্ডে প্রকাশ করছে প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস। প্রতিটি খণ্ডে মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা হবে ৪৫০-৫০০। প্রতিটি খণ্ডের দাম ২০০ টাকা। গ্রাহকরা চার খণ্ড ৫০০ টাকায় পাবেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। চতুর্থ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবে ২০১৩ সালের ৫ মার্চ স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে।

যোগাযোগ-১৮, সূর্য সেন স্ট্রিট, ফোন-৯৩৩২০২৭৭২৬

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in